



## জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে রূপকল্প-২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট শ্রেণিক্ত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) দলিলে। সদ্য সমাপ্ত ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও বিষয়টিকে প্রাধিকারভুক্ত করে এমন কিছু কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্ব-মানচিত্রে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে সুদৃঢ় স্থান লাভ করতে পারে। ১৯৯০ সাল থেকে দেশের দারিদ্র্য-হার আশাব্যঞ্জকভাবে হ্রাস পেয়ে আসছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ১৯৯১-৯২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, সেটি ২০০০ সালে কমে ৪৮.৯ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০১০ সালে এটি আরও কমে গিয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আশা করা যাচ্ছে যে ২০১৫ সালে এটি আরও নীচে অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কমে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই পরিসংখ্যান বলছে এতদসত্ত্বেও সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ দরিদ্র থেকে যাবে। আর এদের মধ্যে সমাজে সবচেয়ে হতদরিদ্র, যাদের অবস্থান হল আর্থসামাজিক অবকাঠামোর সিঁড়ির একেবারে নিচে, মূলতঃ তারা ক্রমাগত দরিদ্রতার ঝুঁকির মুখে থেকে এই নীচের ধাপে তাদের অবস্থান পোক্তভাবে স্থায়ী করে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এসব ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্ররাই বিভিন্ন বিপন্নতা, যেমন: রোগ-শোক, বেকারত্ব, সম্পদহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বৈশ্বিক মন্দা এগুলোর সম্মুখীন হয়, যা ক্রমাগত তাদেরকে দারিদ্র্যের অতল গহবরে ঠেলে দিচ্ছে। দু'হাজার একুশে মধ্যম আয়ের দেশে পাকাপোক্ত স্থানলাভে এদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দরিদ্রতার অভিশাপের শিকল থেকে তাদেরকে বের করে আনা খুবই প্রয়োজন।

আমরা লক্ষ করলে দেখি যে কোনও ব্যক্তি তার সমগ্র জীবনচক্রে বিভিন্ন রকম ঝুঁকি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যেমন: শৈশবে পুষ্টির অভাবে অনেকেই শারীরিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ছোঁয়া পান না কারণ অপুষ্টি এবং আত্ম-প্রজন্মগত দরিদ্রতার মাঝে একটি শক্ত যোগাযোগ রয়েছে। একটি শিশু যখন বেড়ে ওঠে তখন তার স্কুলে নিবন্ধিকরণ একটি বিশাল বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কৈশোরে শিক্ষার সুযোগ হারানো একজন তরণ দক্ষতাবিহীন হবে ও নিম্নআয়ের কাজ করবে এটাই তার নিয়তি। অন্য দিকে নারীরা পুরুষশাষিত সমাজের কটর দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে থাকে এবং সেহেতু তার দুর্বল দরকষাকষির ক্ষমতার কারণে তাকে তার সমগ্র জীবনচক্রে এই বিপন্ন নিয়তি বয়ে বেড়াতে হয়। এই অক্ষমতাই মূলত তার গৃহীত উপার্জনের ক্ষমতায় অনেকেংশে প্রভাব ফেলে। সেই সাথে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ব্যয়ের সাথে তার স্বাস্থ্য খাতের বর্ধিত ব্যয়কে যোগ করলে তার সামগ্রিক জীবন-যাপন ব্যয় অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবার এর সাথে যোগ হয় বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বৃদ্ধি এবং তার বিপরীতে উপার্জনের অক্ষমতা, অর্থাৎ রোগ-শোক, বেকারত্ব, সম্পদহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বৈশ্বিক মন্দা যা যে কোনও ব্যক্তিকে তার জীবনচক্রে দরিদ্রতার অতল গহবরে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে, দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সমাজে অবহেলিত ও অনেকক্ষেত্রে নির্বাসিত। এরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হন। এই সামাজিক নির্বাসন ও অবহেলা এক দিকে যেমন অনেক মানুষকে ঠেলে দেয় দরিদ্রতার মুখে, তেমনি অন্য দিকে দরিদ্রতাও তাকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

এই সামাজিক অবহেলিত বা নির্বাসিত জনগোষ্ঠীকে জীবনচক্রের মূলধারার স্রোতে ফিরিয়ে এনে মিশিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক সেবা পাওয়ার পথকে সুগম করে দেয়াই বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। আমরা জানি যে এই অবহেলিত ও নির্বাসিত জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা, যেমন: অবকাঠামোগত বাঁধা দূর করা এবং চাহিদার প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এই প্রান্তিক জনমানুষদের নির্দিষ্ট সুযোগ পাবার দ্বারকে অব্যাহত করা। সরকারের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও সেবাগুলোকে বাস্তবিক ও প্রায়োগিক অর্থে সম্মুন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে এতে প্রান্তিক অবহেলিত ও নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি নিশ্চিত করা যাবে।

স্বল্প ভূখণ্ডে অধিক জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু দেশ বাংলাদেশ, যেখানে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে আরেকটি নতুন চ্যালেঞ্জ। শহরের দরিদ্ররা মূলত নিম্ন আয়ের স্থাপনাগুলো কিম্বা বস্তিতে মানবতের জীবনযাপন করেন। তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন এবং আর্থসামাজিক কাঠামোতে এদের অবস্থান সবার নিচুতে। তারা আধুনিক রাষ্ট্র জীবনের সাংবিধানিক মৌলিক অনুষ্ণগুলো, যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত বা প্রায় বঞ্চিত।

বাংলাদেশ সরকার এর ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের সরাসরি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪২টি সামাজিক বেটনী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, আর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারের এতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৩০৮ বিলিয়ন টাকা, যা সমগ্র বাজেটের ১৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২ শতাংশের কিছু বেশি। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা রয়েছে এবং বেশ কিছু কর্মসূচি অগ্রাধিকার পেয়েছে, কিন্তু সেগুলো বাস্তবতার নিরিখে আকারে এতই ক্ষুদ্র বলে বিবেচিত হয়েছে যে সেগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন কোনও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। উপরোল্লিখিত বাস্তবতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি ব্যাপক “জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল” প্রস্তুত করেছে। আশা করা যাচ্ছে এর দ্বারা বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচিগুলোকে আরও সুদৃঢ় ও সমন্বয় সাধন করে বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক বর্ধনকৃত অর্থের উপযোগিতা পাওয়া যাবে।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হল সামাজিক উন্নয়ন অবকাঠামোর ভেতরে একটি সরকারী নীতি ও কর্মসূচির অংশ। অন্য কথায়, এটি একটি বটবৃক্ষ যার মাধ্যমে সরকার তার দারিদ্র্য বিমোচনের পস্থা অনুসরণ করবে। এই কৌশলে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রজাতিস্বত্তা ও ধর্মীয় জাতিস্বত্তার সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) তে বলা আছে যে, এটি ‘একটি মৌলিক চাহিদা’ এবং এতদসঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের ‘সামাজিক নিরাপত্তাকে’ নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি দীর্ঘমেয়াদী দর্শন হচ্ছে ‘একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণ করা যাতে প্রতিটি যোগ্য বাংলাদেশি নাগরিক দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কড়াল গ্রাসকে মোকাবেলা ও নিবারণ করতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর মানব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পথ সুগম করতে পারে’।

পরবর্তী ৫ বছরে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ‘জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, সেবাখাত ব্যবস্থাগুলোকে মজবুত করে সমাজের হতদরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ মানুষগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সত্যিকার অর্থে তাদের জীবনচক্রের ঝুঁকিকে কমিয়ে আনা এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া’।

এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করে মানুষের জীবনচক্রের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করা। এই কৌশলের একটি বিস্তৃত উদ্যোগ হবে মূলত সমাজের হতদরিদ্র, প্রান্তিক ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষগুলোকে, বিশেষত, মা ও শিশু, যুবক, খেটে খাওয়া মানুষ, বয়ঃবৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠীগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করা। এ ছাড়া, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ঝুঁকিপূর্ণ সকল নারী (এনএসএসএসএস) বিশেষ করে যেসব নারীরা সদ্য মা হয়েছেন তাদের কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তদুপরি, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সামাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রচলন করবে যাতে করে উদ্ভিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করতে পারে। এতে করে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যে ঝুঁকিসমূহের সম্মুখীন হয়, যেমন: সামাজিক বর্জন, বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব কিংবা মাতৃত্বকালীন ঝুঁকি ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়।

‘সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম’ ১ জুলাই ২০১৪ সাল থেকে এই কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ও ডিএফআইডি এর সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।



## National Social Security Strategy (NSSS)

The Government of Bangladesh has a strong interest in reducing poverty, as outlined in Vision 2021, the Perspective Plan 2010-2021 and the Sixth and Seventh Five-Year Plans. The Government recognizes that although there has been encouraging reduction of poverty—from 56.7 percent in 1991-92 to 48.9 percent in 2000 to 31.5 percent in 2010 to an estimated 25 percent in 2015—there is still a substantial proportion of the population who are poor. This is due to vulnerabilities and risks the extreme poor face, which places them firmly on the lower rungs of the socio-economic ladder. Impoverished people are vulnerable to shocks such as illness, unemployment, loss of assets, natural disasters, political crises and global recession, pushing them further into the abyss of poverty.

People are exposed to various kinds of shocks and stresses defined by stages in the life cycle. During early childhood, lack of nutrition has an impact on bodily and cognitive development; there is strong correlation between inter-generational poverty and malnutrition. As children grow, a major challenge they face is attending school. Lack of skills and educational opportunities of adolescents predestines young people to low income earning activities. Women suffer traditional attitudes of gender norms and have weak bargaining power, making them susceptible to crises throughout the life-cycle. Disability carries a high probability of affecting both household income and expenditure through reduced livelihoods opportunities and increased medical costs. Old age is associated with escalating health costs and lack of income source.

The country has a range of socially excluded population groups facing various kinds of discrimination and barriers. Social exclusion keeps people poor and, conversely, poverty contributes to and exacerbates social exclusion. To ensure that socially excluded groups have similar access as the rest of the population to all social security programmes and to all publicly provided basic services is a major agenda item. At the same time, the Government is aware that special efforts will be needed to reach members of excluded groups. This will involve removing structural barriers, being responsive to special needs and expanding the opportunities marginalised groups can access. There is also significant room for improving the effectiveness of Government programmes and services in reaching out to marginalised and excluded groups.

Climate change poses new vulnerabilities to a land already burdened with disasters. Rapid urbanization has also led to new challenges. The urban poor live in slums and low income settlement areas, have poor quality of life and do not have access to housing, basic utility services, education and health services.

Currently, there are 145 social safety net programmes; implemented by 23 line ministries, spending Tk. 308 billion (FY 2014-15), accounting for 13% of the Government budget, at a

level of 2% of GDP. Some programmes overlap and are considered too small to make any real headway in reducing poverty. Against the backdrop above, the Government of Bangladesh embarked upon the formulation of a comprehensive National Social Security Strategy (NSSS) to coordinate and consolidate the existing safety net programmes to achieve better efficiency and results from the money that is being allocated.

The Government's Social Security Strategy is part of policies and programmes that comprise the Social Development Framework. This forms a wider umbrella incorporating the Government poverty reduction strategy and strategies on education, health, nutrition, sanitation and water supply, financial inclusion, women and gender empowerment, social inclusion of ethnic and religious minorities, disaster management and social security. Social security for citizens is mandated by the Article 15 (d) of the Constitution of Bangladesh as "the provision of basic necessities", including ensuring citizens' right to "social security".

The long term vision of the National Social Security Strategy is to: "Build an inclusive Social Security System for all deserving Bangladeshis that effectively tackles and prevents poverty and inequality and contributes to broader human development, employment and economic growth."

Over the next five years, the goal for the National Social Security Strategy is to: "Reform the national Social Security System by ensuring more efficient and effective use of resources, strengthened delivery systems and progress towards a more inclusive form of Social Security that effectively tackles lifecycle risks, prioritises the poorest and most vulnerable members of society." In tandem, also the Seventh Five-Year Plan FY2016-2020 emphasizes the need to reform and strengthen social security programmes in favour of the extreme poor.

The core of the strategy is a consolidation of programmes that will address possible risk factors of a human life cycle. An expansion of schemes for the extreme poor, marginalized and most vulnerable people of the society will focus on mother and child, youth, working age, the elderly and people with disabilities. The NSSS will ensure that the most vulnerable women are provided with income security and greater opportunities to engage in the labour market, in particular as they enter into motherhood. Furthermore, the strategy will initiate a social insurance system that would enable people to invest in their own social security, providing protection against the risks of old age, disability, social exclusion, unemployment and maternity.

'The Social Security Policy Support Programme (SSPS)' will assist the roll-out of the strategy. The programme is being implemented by the Cabinet Division and General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh in partnership with UNDP and DFID.